সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৫৯
WEEKLY BOOKLET:459

আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রায় ৩৪ বছর আগের বয়ান

যিকরুল্লাহর ঘটনাবলী

পিঠে চাবুকের দাগ	০৬	কাঁকড়ার শরয়ী বিধান	০৯
জেলের গল্প	১৪	ঈর্ষার যোগ্য কে?	১৫

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

যিকরুল্লাহর ঘটনাবলী

দোয়ায়ে আত্তার: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকা **"যিকরুল্লাহর ঘটনাবলী"** পড়ে বা শুনে নিবে তাকে উভয় জাহানের প্রশান্তি ও আরাম দান করে তার মা-বাবাসহ পুরো বংশকে জান্নাতুল ফেরদৌসে বিনা হিসাবে প্রবেশাধিকার নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: যে ভালোবাসা ও আন্তরিকতার কারণে দিনে ও রাতে আমার প্রতি তিন তিনবার দরুদ শরীফ পাঠ করল আল্লাহ পাকের উপর হক হলো তার ওই দিনের ও ওই রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া। (মু'জামু কবীর, ১৮/৩৬২, হাদিস: ৯২৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী ও এক পাখির ঘটনা

প্রসিদ্ধ ওলীয়্যুল্লাহ হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে কেউ একজন একটি পাখি উপহার দিল, তিনি সেটাকে তাঁর কাছে রাখলেন তবে অতি দ্রুত সেটাকে মুক্ত করে দিলেন। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো: আপনি

এটাকে কেন মুক্ত করে দিলেন? তিনি বলতে লাগলেন: এই পাখিটি আমাকে বলল: হে জুনাইদ! আপনি তো নিজে স্বাধীনভাবে ঘুরাফেরা করেন, আপনার বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখাও করেন অথচ আপনি আমাকে বন্দী করে রেখেছেন, আমাকেও মুক্ত করে দিন যেন আমি আমার বন্ধুদের সাথে সাক্ষাত করি আর স্বাধীনভাবে উড়তে পারি। এই কথাটি শুনে আমি তাকে মুক্ত করে দিলাম।

হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন আমি ওই পাখিটাকে মুক্ত করে দিলাম তখন সে আমাকে বলল: হে জুনাইদ! আমি এজন্য বন্দী হয়েছিলাম কারণ একদিন আল্লাহ পাকের যিকির থেকে উদাসিন ছিলাম, আমি আপনার সাথে ওয়াদা করছি যে আজকের পর থেকে আর কোনদিন আল্লাহ পাকের যিকির ও তাঁর স্মরণ থেকে উদাসীন থাকব না, হে জুনাইদ! আমি শুধুমাত্র একদিন আল্লাহ পাকের যিকির থেকে উদাসীন থাকার কারণে শাস্তিস্বরূপ আমাকে কয়েদী করা হলো, তাহলে ওই সব লোকদের কী হবে যারা সারাজীবন আল্লাহ পাকের যিকির থেকে উদাসীন থাকে? এই উপদেশ দেওয়ার পর সেই পাখিটি উড়ে গেল।

আল্লামা সাফুরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই ঘটনার ব্যাখ্যায় বলেন: ওই পাখিটি বার বার হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট আসতে লাগল আর সে তাঁর পরিচিত হয়ে গেল আর যখন তিনি দস্তরখানায় খাবার খেতেন তখন সেই পাখিটি এসে সেটার উপর বসে যেত এবং তাঁর সাথে খাবার এবং দানা চিবিয়ে খেত। যখন হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইন্তেকাল করলেন তখন ওই পাখিটি নিচে লুটিয়ে পড়ল, ছটপট করতে লাগল, ছটপট করতে করতে সেও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইন্তেকালের পর কেউ একজন তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟

www.dawateislami.net

অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার উপর কিরূপ আচরণ করেছেন? হযরত জুনাইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আমি এক নির্বাক পাখির প্রতি দয়া করেছিলাম যার ফলে আল্লাহ পাক আমার প্রতিও দয়া করেছেন। (নুযহাতুল মাজালিস, ১/২০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ঈমান সতেজকারী এই ঘটনা থেকে আমাদের অনেক শিক্ষা অর্জিত হয়েছে যেগুলোর মধ্যে কয়েকটি উপস্থাপন করা হলো:

(১) যেই পাখি আল্লাহ পাকের যিকির থেকে উদাসীন হয় সে বন্দী হয়ে যায়। জড়বস্তু ও গাছপালার অবস্থাও কিছুটা এরকমই যেমন হাদিসে পাকে রয়েছে: বৃক্ষের উপর কুড়াল তখনই চলে যখন সে আল্লাহ পাকের যিকির থেকে উদাসীন হয়ে যায়। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা, ৮/১৪৬, হাদিস: ১১) দুনিয়াতে যত পাখি ও জড়বস্তু ইত্যাদি রয়েছে সকলে আল্লাহ পাকের যিকির করে এবং সব সময় তাঁর স্মরণে তাঁদের যবান সতেজ থাকে।

(২) দ্বিতীয় মাদানী ফুল এটা অর্জিত হলো যে, আল্লাহ পাকের দানক্রমে আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর সাথে পাখি কথা বলে আর তাঁরা তাদের ভাষা বুঝেন।

(৩) একটি মাদানী ফুল এটাও অর্জিত হলো যে, পশু-পাখিদের সাথেও সদয় আচরণ করা উচিত কেননা যেসব লোক পশু পালন করে থাকে তাদের উচিত এই বিষয়ে খুব গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা।

মাছ পালন করা

হে আশিকানে রাসূল! আজকাল মানুষ ছোট একটি কাচের শোকেসে প্লাষ্টিকের কিছু ফুল রেখে রঙ-বেরঙের ছোট ছোট কিছু মাছ তাতে রেখে দেয়, আর ওই সুন্দর মাছগুলো শোকেসের কাচকে পানি মনে করে রাস্তা

www.dawateislami.net

খুঁজতে গিয়ে বার বার সেটাতে নিজের মুখ ঠুকতে থাকে আর যারা দেখে তারা মাছের ঠোকর দেয়ার আওয়াজ শোনে খুব স্বাদ অনুভব করে। এমন লোকদের চিন্তা করা উচিত যে, মাছ প্রশস্ত সমুদ্রে স্বাধীনভাবে সাঁতার কেটে থাকে বরং আজ হতাভাগ্যদের একটি ছোট কাচের শোকেসের মধ্যে নির্মমভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

যদিওবা কাচের শোকেসে মাছ রাখা হারাম নয় কিন্তু একটু ভেবে দেখুন! যদি আমাদেরকে একটি কক্ষের মধ্যে নজর বন্দী করে রাখা হয় তবে আমাদের কী অবস্থা হবে? নিশ্চয় পৃথিবীর সমস্ত আরাম-আয়েশ থাকার পরও আমাদের বেঁচে থাকাটা কঠিন হয়ে যাবে।

এইভাবে পাখিদের দেখেও মায়া হয় যে, যাদেরকে মানুষ খাঁচার ভেতর বন্দী করে তাদেরকে উড়ে বেড়ানো থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে। এইদিকে ইশারা করে এক কবি খুব সুন্দর বলেছে:

اے طائرِ لاہوتی! اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

হে তায়িরে লাহুতী! উস রিযক সে মউত আচ্ছি
জিস রিযক সে আতি হো পরওয়ায ম্যা কোতাহী

অতএব আল্লাহ পাকের কোন মাখলুকের উপর বিনা কারণে জুলুম করা উচিত নয়, কখনো যেন এমন না হয় যে, এটাই আমাদের পরকাল বরবাদ হওয়ার কারণ হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

বিড়ালের উপর জুলুম করার শাস্তি

হাদিসে পাকে রয়েছে: এক মহিলাকে এই কারণে আযাবের মধ্যে পতিত করা হয়েছিল যে, সে একটি বিড়ালকে বন্দী করে রেখেছিল, না সেটাকে কিছু খেতে দিয়েছিল আর না পান করতে আর সেটাকে ছেড়েও দেয়নি যেন সে কিছু খেয়ে বাঁচতে পারে শেষ পর্যন্ত সেটা (না খেয়ে) মারা গেল। (মুসলিম, পৃ: ১০৮২, হাদিস: ৬৬৭৫)

পাখিদেরকে কষ্ট দিবেন না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদিওবা পাখি পালন করা নাজায়িয ও হারাম নয় কিন্তু যদি কেউ পালন করে তবে সে যেন কাঁচার ভেতর সেটার জন্য কিছু খাবার রাখে যেন সে খেতে থাকে আর তার যেন কোন প্রকার কষ্ট না হয়। যতদূর কাচের শোকেসে মাছ পালন করার সম্পর্ক রয়েছে তবে এটি একটি শখ ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে একটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন! বন্দীত্বের মধ্যে ওই নিরীহ মাছগুলোর কেমন লাগে? তারা খোলা পানির মধ্যে স্বাধীনভাবে থাকে, যেখানে মন চায় সেখানে যায়। আপনারা দেখেছেন হয়তো এই ছোট ছোট মাছগুলো বার বার কাচের উপর ঠুকা মেরে থাকে কেননা কাচ স্বচ্ছ (অর্থাৎ পানির মত) হয়ে থাকে যেটাকে তারা পানি মনে করে থাকে, এইভাবে বার বার কাচের উপর মুখ ঠুকা মারার কারণে তাদের কষ্টও হচ্ছে হয়তো এটা কোন বিবেকবান মানুষই অনুধাবন করতে পারে। কিছুলোক খুবই সংবেদনশীল হয়ে থাকে যেমন একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয় যে,

www.dawateislami.net

পিঠে চাবুকের দাগ

এক ব্যক্তি তার ঘোড়াকে খুব জোরে জোরে মারলেন তো ওখানে পাশেই একটি খাটের উপর এক বুযুর্গ ছিলেন যিনি এটা দেখে খুব আফসোস করলেন যে, সেটার পিঠের উপর চাবুকের দাগ পড়ে গেল।

হে আশিকানে রাসূল! যদি আমরা আল্লাহ পাকের মাখলুকের উপর দয়া করি, তবে اِنْ شَآءَاللّٰه আমাদের উপরও দয়া করা হবে। মনে রাখবেন! ছাগল ইত্যাদি হালাল পশুদের জবাই করা তাদের উপর জুলুম নয় কেননা শরীয়ত তাদেরকে জবাই করার অনুমতি দিয়েছে কিন্তু তাদের উপর জুলুমের কিছু দিক রয়েছে যেমন ছাগল বা গরু ইত্যাদি জবাই করার সময় তাদেরকে এতটুকু জবাই করে দেওয়া যে, তাদের মেরুদন্ডের হাড় অথবা মগজ পর্যন্ত ছুরি পৌঁছে যায়। স্মরণ রাখবেন! মেরুদন্ডের হাড় ঘাড় থেকে শুরু করে পিঠের নিচের অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে এতে লেজ অন্তর্ভুক্ত নয়, এই হাড় থেকে একটি সাদা রগ বেরিয়ে এসেছে যেটাকে হারাম মগয বলা হয়ে থাকে এটা খাওয়া হারাম কিন্তু সাধারণত লোকেরা এটা জানে না। কোমরের মাংসের সাথেও এই সাদা রজ্জুটি চলে আসে আর কিছুলোক এটাকে ভেষজের অংশ মনে করে খেয়ে থাকে। যদি মাংস বিক্রেতা কসাই হয় তবে সে এই সাদা রগটি মাংস থেকে আলাদা করে ফেলে দিয়ে থাকে। মুরগির গর্দানেও এরকম সাদা রগের মত রজ্জু থাকে যেটা হারাম মগয সুতরাং এটাও খাওয়া উচিত নয়।

বিনা অকারণে কষ্ট দেওয়া জুলুম

পশু জবাই করার সময় হারাম মগয পর্যন্ত ছুরি চালানো মানে বিনা কারণে কষ্ট দেয়া কেননা জবাইয়ের মধ্যে চারটি রগ কাটা হয়ে থাকে আর

www.dawateislami.net

জবাই করার সময় যদি তিনটি রগ অথবা চারটির অধিংকাশ কেটে যায় তাতেও জবাই হালাল হয়ে যাবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৫/২৮৭)

ছাগলের উপর জুলুম করার ধরন

অনেক কসাইকে দেখা যায় যে, তারা বিশেষ করে কুরবানির দিন খুবই তাড়াহুড়া করে ছাগলের গর্দানে ছুরি চালিয়ে থাকে এরপর তার সামান্য মাথা কেটে একদম এক কোপেই তার গর্দান কেটে দেয় অথচ তখনো সেটির প্রাণ থাকে, যদি ওই জালিমদের বোঝানো হয় তবে নিজেদের ভুল মেনে নেওয়ার পরিবর্তে উল্টো ঝগড়া শুরু করে দেয়। এমন লোকদের চিন্তা করা উচিত যে, যদি তাদের গর্দানকে এইভাবে কেটে ফেলা হয় তবে তাদের কী অবস্থা হবে? দেখুন! অবলা প্রাণী যেগুলো না কাউকে কিছু বলতে পারে আর না কারো কাছে ফরিয়াদ করতে পারে তাদের সাথে এরকম অন্যায় করা কত বড় অপরাধ!

গাভীর উপর জুলুমের ধরন

একইভাবে অনেক নিষ্ঠুর কসাই গাভী জবাই করার সময় চামড়া ছাড়াতে গিয়ে ছুরি দিয়ে তার হৃদপিণ্ডের রগ কেটে দেয়। একটু ভেবে দেখুন! বোবা গরু যার পা বাঁধা থাকে, তাকে নিচে ফেলে দেওয়ার পর লোকেরা তাকে চেপে ধরে থাকে এরপর সে জীবিত থাকা অবস্থায় তার চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া, ছুরি ঢুকিয়ে দিয়ে তার রগ কাটা এবং হাতে ছুরি নিয়ে বাহাদুরের মত সেটার পাশে দাঁড়িয়ে যায় যেন তারা অনেক বড় দুর্গ জয় করেছে, জবাই করার এই পদ্ধতিটি অবশ্যই পশুর উপর বিনা কারণে কষ্ট দেওয়া, যেসব মানুষের বুকের ভেতরে স্নেহভরা হৃদয় রয়েছে তাদের জন্য এটি কষ্টকর কাজ।

www.dawateislami.net

হে আশিকানে রাসূল! নিজের ঘরে এবং যেখানে আপনার কথা শুনবে সেখানে কুরবানির সময় এরকম জুলুম করা থেকে বাধা প্রদান করুন। মনে রাখবেন! যেহেতু পশুদের ক্ষেত্রে আমাদের হৃদয় সহানুভূতিশীল হয়ে থাকে اِنْ شَآءَ الله আমাদের সাওয়াব মিলবে আর সমাজের সংশোধনও অর্জিত হবে, যেহেতু আমরা পশুদের উপর স্নেহ করে থাকি তো মানুষের উপর তো আরও বেশি সদয় হওয়া উচিত।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা পুস্তিকার শুরুতে শুনেছেন যে, হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে এমন একটি পাখি উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে যাকে আল্লাহ পাকের যিকির থেকে উদাসীন হওয়ার কারণে বন্দী করা হয়েছিল। এরকম আরও একটি হৃদয়গ্রাহী ঘটনা উপস্থাপন করছি:

আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে উদাসীন মাছ

এক বুযুর্গ তাঁর একটি স্নেহের কন্যাকে সাথে নিয়ে নদীর তীরে আসলেন আর মাছ ধরতে লাগলেন, তিনি মাছ ধরে ধরে তার কন্যাকে দিতে লাগলেন যেন সে ওইগুলো ঝুড়িতে রাখে, অনেকক্ষণ পর যখন সে বুযুর্গ মাছ শিকার করা থেকে অবসর হলেন তখন দেখলেন ঝুড়ি খালি। তিনি তার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন: মাছগুলো কই? উত্তর দিলেন: আব্বাজান! আপনি বলেছিলেন যে সেই মাছগুলো জালের মধ্যে আটকে যায় যেগুলো আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যায়, সুতরাং আপনি যেই মাছগুলো ধরে আমাকে দিয়েছেন সেগুলোকে আমি এটা মনে করেছি যে, এগুলো হয়তো ওইসব মাছ যেগুলো আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে উদাসীন হয়েছে, মাছের মুখ ধরে এটা বলে দিয়ে নদীতে ছেড়ে দিতাম যে দেখো! তুমি আল্লাহ পাকের যিকির থেকে উদাসীন হয়েছো এজন্য আমাদের জালে আটকা পড়েছো,

www.dawateislami.net

আমি তোমাকে সুযোগ দিচ্ছি তুমি ভবিষ্যতে আল্লাহ পাকের যিকির থেকে উদাসীন হয়ো না। এর সাথে সাথে আমারও এই চিন্তাধারা মাথায় আসল যে, কখনো যেন এটা না হয় যে, আল্লাহ পাকের যিকির থেকে উদাসীন মাছ খেয়ে আমিও আল্লাহ পাকের যিকির থেকে উদাসীন হয়ে যায়। (নুযহাতুল মাজালিস, ১/১৮)

এই ঘটনা থেকে কেউ এটা মনে করবেন না যে মাছ খাওয়া হারাম। মনে রাখবেন! মাছ খাওয়া হালাল, শুধুমাত্র ওই মাছ হারাম যেগুলো পানিতে প্রাকৃতিকভাবে মরে গিয়ে উল্টো হয়ে ভেসে ওঠে।

কাঁকড়ার শরয়ী বিধান

হে আশিকানে রাসূল! এই বিধানটি মাথায় গেঁথে নিন যে, মাছ ব্যতীত পানির প্রতিটি প্রাণী হারাম। (বাদায়িমুস স্বনায়িম, ৪/১৪৪) কাঁকড়া খাওয়া হারাম কেননা এটি মাছ নয় বরং পানিতে বসবাসকারী একটি প্রাণী।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪/২০৮)

চিংড়ি খাওয়া কেমন?

চিংড়ির বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে, কিছু ওলামা বলেছেন: চিংড়ি মাছ, কেউ কেউ বলেন: চিংড়ি মাছ নয়। আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: চিংড়ি খাওয়া উত্তমের পরিপন্থী অর্থাৎ না খাওয়া ভালো।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৩৩৯)

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: চিংড়ির বিষয়ে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে যে, এটি কি মাছ নাকি মাছ নয়? এর ভিত্তিতে সেটির হিল্লত ও হুরমত (অর্থাৎ হালাল ও হারাম হওয়ার) ক্ষেত্রেও মতভেদ রয়েছে বাহ্যিকভাবে এটির আকৃতি মাছের মত

www.dawateislami.net

নয় বরং এক প্রকার পোকার মত মনে হয়ে থাকে। সুতরাং এটা থেকে বেঁচে থাকা দরকার। (বাহারে শরীয়ত, ৩/৩২৫, অংশ: ১৫)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পাখি হোক বা অন্য কোন জীবিত বস্তু সকলে আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করে থাকে এবং তাঁর স্মরণে মগ্ন থাকে যেমনটি পারা: ১৫, সূরা: বনী ইসরাঈলের আয়াত নাম্বার: ৪৪ এ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ (**কানযুল ঈমানের অনুবাদ:** যা তাঁর প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করে না)

এই আয়াতে মুবারাকার ব্যাখ্যায় মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: প্রতিটি জীবিত বস্তু আল্লাহ পাকের যিকির করে এবং প্রতিটি জিনিসের তাসবীহ তার অবস্থান অনুযায়ী হয়।

সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরও বলেন: তাফসীরকারকগণ বলেন, দরজা খোলার আওয়াজ এবং ছাদের মচমচ শব্দও আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করে আর তাদের সকলের তাসবীহ হলো "سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ"।

(খাযায়িনুল ইরফান, পারা: ৫, বনী ইসরাঈল, আয়াতের পাদটীকা: ৪৪, পৃ: ৫৩৩)

হে আশিকানে রাসূল! পাখি আর পশুরা সকলে স্ব স্ব ভাষায় আল্লাহ পাকের তাসবীহ পাঠ করে।

জঙ্গলে আমি ছাড়া আর কেউ যিকিরকারী নেই

হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এক জঙ্গল দিয়ে আল্লাহ পাকের যিকির করে করে অতিক্রম করছিলেন হঠাৎ মনে খেয়াল আসল যে, হয়তো এই জঙ্গলে আমি ব্যতীত আল্লাহ পাকের যিকিরকারী আর কেউ নেই। আল্লাহ পাক সমস্ত পাখি ও পশুদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, সকলে যেন তাদের স্ব স্ব

www.dawateislami.net

যিকির উচ্চ আওয়াজে করে, এখন চারিদিক থেকে পশু, পাখিরা এবং সমস্ত প্রাণীদের উচ্চ স্বরে যিকিরের আওয়াজ আসতে লাগল, সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তৎক্ষনাৎ ঘটনা বুঝে গেলেন আর সিজদায় পড়ে আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে আরজ করলেন: হে আল্লাহ পাক! জমিনের নিচেও কি তোমার যিকির হচ্ছে? আল্লাহ পাক বললেন: "اِضْرِبْ بِعَصَا عَلَى الْاَرْضِ" অর্থাৎ লাঠি দিয়ে জমিনে আঘাত করো। সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام জমিনে নিজের লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন তো জমিন ফেটে গেল আর তা থেকে প্রবল বেগে পানি বের হতে লাগল, এরপর হুকুম হলো যে এর উপর লাঠি মারো, তিনি তাঁর লাঠি মারলেন তো পানির বুক বিদীর্ণ হলো আর তা থেকে একটি পাথর সদৃশ দেখা দিল, আল্লাহ পাকের হুকুমে সেটার উপরও লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন তো সেটা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল, সেটা থেকে একটি সবুজ প্রাণী বের হলো যেটা আল্লাহ পাকের যিকির করছিল। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার বয়স কত? সে বলল: ৩০০ বছর। বললেন: তোমার কাজ? বলল: আল্লাহ পাকের স্মরণের চেয়ে কি অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে? হে মূসা! আমি সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের স্মরণে মশগুল থাকি, আমাকে দিনে দুইবার পানি দেওয়া হয় কিন্তু আমি এই ভয়ে পানি পান করি না যে, আমি পানি পান করার জন্য মশগুল হবো আর এদিকে আমার মৃত্যু চলে আসবে আর এইভাবে আমি আল্লাহ পাকের যিকির ছেড়ে দিয়ে উদাসীনতার মধ্যে মারা যাবো। এটা বলে ওই সবুজ প্রাণীটি অদৃশ্য হয়ে গেল, পাথরটি পানির নিচে চলে গেল আর জমিন পুনরায় তার আসল আকৃতিতে ফিরে আসল। **(আনিসুল ওয়ায়েযিন, পৃ: ৬৪)**

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! জমিনের ভেতরে থাকা সৃষ্টিরাও আল্লাহ পাকের যিকির করে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা আপনাদের খেদমতে উপস্থাপন করছি:

এই পোকাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন, আল্লাহ পাকের নবী হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর হুজরা শরীফে যাবুর শরীফ তিলাওয়াত করছিলেন ইতিমধ্যে তিনি একটি লাল পোকা দেখতে পেলেন, তাঁর অন্তরে খেয়াল আসল যে, জানিনা এই পোকাটিকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? আল্লাহ পাকের হুকুমে ওই পোকাটি হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام কে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন: হে আল্লাহ পাকের নবী! আমার উপর যখন দিন আগমন করে তখন আল্লাহ পাক আমার অন্তরে এই বিষয়টি প্রবেশ করিয়ে দেন যে, আমি যেন একদিনে এক হাজারবার "سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ" পাঠ করি। হে আল্লাহ পাকের নবী! আমার রাত এইভাবে অতিবাহিত হয় যে, আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ ও তাঁর হুকুমে আমি রাতে এক হাজার বার দরুদে পাক পাঠ করি: "اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ" পাঠ করি। তিনি বললেন, আমি তোমার থেকে কী উপকার ও ফয়েয হাসিল করব? পোকাটির কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام আল্লাহ পাককে ভয় করে তাওবা করলেন এবং তাঁরই উপর ভরসা করলেন।

(মুকাশিফাতুল কুলুব, পৃ: ১০)

হে আশিকানে রাসূল! এই লাল পোকাটি তো আমাদেরকে অবাক করে দিয়েছে সে দিনের বেলায় এক হাজার বার "سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ" আর রাতে এক হাজার বার দরুদ শরীফ পাঠ করে অথচ

www.dawateislami.net

আমাদের অবস্থা তো এটা যে, আমরা প্রতিদিন এক হাজার বার তো দূরের কথা ১০০ বার দরুদ শরীফও পড়তে পারিনা। যদি কোন অহেতুক আড্ডা বা গল্প-গুজবে লেগে যায় তো ঘন্টার পর ঘন্টা সেটা চলতে থাকে শেষ হয় না বরং লোকেরা খুব মজা নিয়ে থাকে, তামাশা করার জন্য আমাদের অনেক সময় রয়েছে, যদি আমরা টিভির সামনে যায় তবে তিন তিন ঘন্টা চলে যায় সিনেমা-নাটক দেখতে দেখতে আর রিমোটের মাধ্যমে বিভিন্ন চ্যানেল পরিবর্তন করে করে নতুন সিনেমা অনুসন্ধান করতে থাকি, যদি গান-বাজনা শোনার সুযোগ মিলে তো মন্দ কাজে লাগাতার ঘন্টার পর ঘন্টা শুনতে থাকি অথচ গান-বাজনা শোনার উপর কঠিন আযাবের কথা এসেছে।[১]

গল্প-গুজবের অনুষ্ঠান ও মিথ্যা

আহ! গল্প-গুজবের অনুষ্ঠানে লোকদেরকে হাসানোর জন্য বেশি মিথ্যা বলা হয়ে থাকে অথচ হাদিসে পাকে রয়েছে: ধ্বংস তার জন্য যেসব লোক হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। (তিরমিযী, ৪/১৪২, হাদিস: ২৩২২) দূর্ভাগ্যক্রমে আজকাল অনেক লোককে মিথ্যার বিপদে পতিত হতে দেখা যায়। মনে রাখবেন! শুধুমাত্র হাসানোর জন্যই মিথ্যা বলা হয় না বরং অন্যান্য ক্ষেত্রেও মিথ্যা বলা হয়ে থাকে। এখন তো অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছে যে, মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে কোন প্রকার দ্বিধা বা সংকোচবোধ করে না, মিথ্যা বলাকে মানুষ একটি শিল্প মনে করা শুরু করেছে। বর্তমান সময়ে যে মিথ্যা বলে, ভুলভাল বুঝিয়ে আর কৌশলে পণ্য বিক্রি করে তাকেই সফল ব্যবসায়ী মনে করা হয়। যদি কোন হতভাগা সত্য বলে ব্যবসা করে আর পণ্যে থাকা ত্রুটির কথা বলে

১. আল্লাহ পাকের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমাকে বাদ্যযন্ত্র ও মিউজিক ভাঙ্গার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (কানযুল উম্মাল, ৮/৯৯, হাদিস: ৪০৬৮২)

www.dawateislami.net

দিয়ে বিক্রি করে তাকে মানুষ বোকা মনে করে আর তাকে নিয়ে লোকেরা মজা করে। نَعُوْذُ بِاللّٰهِ ! আজকাল লোকেরা এই মানসিকতা বানিয়ে নিয়েছে যে "মিথ্যা বলা ব্যতীত চলতেই পারে না।"

দুইজন জেলের গল্প

পূর্ববর্তী যুগের একজন মুমিন ও এক কাফির লোক মাছ শিকার করতে বের হলো, কাফির লোক তার ভন্ড দেবতার নাম নিয়ে মাছ ধরতেই রইল আর মাছের স্তূপ হতে লাগল। মুমিন আল্লাহ পাকের নাম নিয়ে জাল মারতেই রইল কিন্তু হাতে কোন কিছু আসল না। সন্ধ্যায় শুধুমাত্র একটি মাছ পেল, সেটা লাফাতে লাফাতে পানিতে পড়ে গেল। মুমিন বান্দা তো খালি হাত ছিল আর কাফির ঝুড়ি ভরে নিয়ে গেল। মুমিনের উপর নিয়েজিত ফেরেশতা আফসোস করতে লাগল, আল্লাহ পাক ওই ফেরেশতাকে জান্নাতে মুমিনের প্রাসাদ দেখালেন তো ওই ফেরেশতাটি অনিচ্ছায় বলে উঠল: আল্লাহ পাকের শপথ! এই মহান মহলে প্রবেশ করার পর ওই জেলে মুসলমানের মাছ ধরতে ব্যর্থতার বিপদের বিষয়টি তো কোন পরওয়া করবে না আর যখন আল্লাহ পাক ওই ফেরেশতাকে জাহান্নামে কাফিরের ঠিকানা দেখালেন তখন সে বলে উঠল: আল্লাহ পাকের শপথ! এই আযাবের স্থানে যখন সে পৌঁছবে তখন তার (প্রচুর পরিমাণে মাছ শিকার করার) পার্থিব (অস্থায়ী) খুশি কোন কাজেই আসবে না। (তানবীহুল গাফিলীন, পৃ: ১৩৬)

গ্রাহক ছুটে যায় তো যাক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি সত্যি বলার কারণে গ্রাহক ছুটে যায় তাহলে ছুটেই যাক কিন্তু আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

প্রতি আমাদের ভালোবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয়। মনে রাখবেন! যদি সত্য বলার কারণে ব্যবসায় কমতি আসে তবে কোন সমস্যা নেই, আল্লাহ পাক যিনি পুরো জাহানকে পালন করছেন, যতদিন আমাদের জীবন থাকবে আমাদেরকে রিযিক দান করবেন, ক্ষুধার্ত রাখবেন না। চাহে কেউ ঘুষ নিয়ে, সুদী লেনদেন করে, ব্যবসায় মিথ্যা বলে আর মিশ্রণ করে মাল বিক্রি করে বড় বড় বিল্ডিং করুক আর নামি-দামি কার ক্রয় করুক না কেন আমাদের উচিত আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নৈরাশ না হওয়া এবং এই ধারণা না করা যে, আল্লাহ পাক আমাদের অবস্থা সম্পর্কে জানেন না। স্মরণ রাখবেন! আল্লাহ পাক আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন, অতিশীঘ্রই আমাদের মউত চলে আসবে আর তারও আসবে যে হারাম পন্থা অবলম্বন করে অনেক সম্পদ জমা করেছে কিন্তু আল্লাহ পাক চান তো তার তুলনায় আমাদের অবস্থান ঈর্ষাযোগ্য হবে।

ঈর্ষার যোগ্য কে?

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের শপথ! দুনিয়াতে বেশি সম্পদ অর্জন করা ঈর্ষার যোগ্য নয়, ঈর্ষার যোগ্য হলো সে যে তার ঈমানের নিরাপত্তা নিয়ে কবরে যায়।

জায়গায় জায়গায় ঈমানের ডাকাতরা উপস্থিত রয়েছে আর শয়তান বিভিন্নভাবে ঈমানের উপর হামলা করছে নিজের ঈমান হেফাযত করা বড় কঠিন। উদাসিনতা, দুনিয়াদারী, শুধুমাত্র দুনিয়া অর্জনকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে করা, মন্দ লোকদের সংস্পর্শে থাকা ইত্যাদি এত বিপদের সম্মুখীন হয়ে আমাদের ঈমান নিরাপদ থাকে তো এটি অনেক বড় একটি বিষয়। আফসোস! শতকোটি আফসোস! আমাদের নিজেদের ঈমানের নিরাপত্তার

www.dawateislami.net

কোন চিন্তা নেই কেননা যদি আমাদের ঈমানের নিরাপত্তার চিন্তা থাকতো তবে আমরা পথভ্রষ্ট, বদ-দ্বীন ও মন্দ লোকদের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতাম যেমনটি আমাদেরকে নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যেমন, পারা: ৭ সূরা আনআম আয়াত: ৬৮ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۶۸﴾

(পারা: ৭, সূরা: আনআম, আয়াত: ৬৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর যখনই তোমাকে শয়তান ভুলিয়ে দিবে, অতঃপর স্মরণ আসতেই যালিমদের নিকটে বসো না।

এই আয়াতে মুবারাকার ব্যাখ্যায় মুফাসসিরে কেরামগণ বলেন: এখানে যালিম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফির, মুবতাদায়িন (তথা গুমরাহ ও বদ-দ্বীন) ও পাপিষ্ঠ লোক।

(তাফসীরাত আহমদীয়া, পারা: ৭, সূরা: আনআম, আয়াতের পাদটীকা: ৬৮, পৃ: ৩৮৮)

হতে পারে এমন লোকদের স্পর্শে থাকার কারণে কারো দুনিয়া আবাদ হয়ে যাবে কিন্তু আখিরাত বরবাদ হয়ে যেতে পারে বরং অনেক সময় দুনিয়াও বরবাদ হয়ে থাকে।

দেখো! এই দিনটা তোমার অবহেলার কারণেই এসেছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ার ভালোবাসা. দুনিয়াবী মাল ও দৌলতের লোভ এবং উদাসিনতার ফল হলো আজ মুসলমান ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে। যদি মুসলমানের যবান আল্লাহ পাকের যিকির দ্বারা সতেজ থাকে এবং তাদের হৃদয় আল্লাহ পাকের স্মরণে মশগুল থাকে তাহলে এই পরিস্থিতি আসত না কিন্তু আফসোস! অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আগেকার সময় যখন বান্দা সকালে ঘুম থেকে উঠত তখন আল্লাহ পাকের নাম তাদের কানে আসত

www.dawateislami.net

কিন্তু বর্তমান যুগের অবস্থা তো এমন হয়েছে যে সকালে চোখ খুললে নাটক-সিনেমা ও গানের আওয়াজ শোনে, আগেকার বান্দারা চোখ খুলে পবিত্র জিনিস দেখত আর এখন মোবাইলে অশ্লীল মহিলাদের চেহারা দেখে। মনে রাখবেন! কুদৃষ্টির শাস্তি খুব ভয়ানক।

চোখে আগুন ভরে দেওয়া হবে

বর্ণিত রয়েছে: যে কেউ তার চক্ষুকে হারাম দ্বারা পূর্ণ করবে কিয়ামতের দিন তার চোখে আগুন ভরে দেওয়া হবে। (মুকাশিফাতুল কুলুব, পৃ: ১০)

কানে গলিত সীসা

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, যে ব্যক্তি কোন গান-বাজনাকারী নারীর পাশে গিয়ে বসে গান শুনে কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দিবেন। (কানযুল উম্মাল, ১৫/৯৬, হাদিস: ৪০৬৬২)

নিজের নরম ও দুর্বল দেহের উপর দয়া করুন

হে দুর্বল ও অসহায় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজেদের নাজুক ও দুর্বল শরীরের উপর দয়া করুন যা না গরম সহ্য করতে পারে আর না ঠান্ডা, সামান্য একটু শীতও সহ্য করতে পারে না, যাকে হালকা একটু জ্বরই দুর্বল করে দেয় সে জাহান্নামের আগুন কিভাবে সহ্য করতে পারবে! আহ! ছোট একটি পোকা কাপড়ে ঢুকে যায় তো সে কেঁপে ওঠে, সামান্য পিঁপড়া কামড় দেয় তো বান্দা অতিষ্ট হয়ে যায় সুতরাং সাপ-বিচ্ছুর কামড় কিভাবে সহ্য করবে? নিশ্চিয় সহ্য করতে পারব না। সুতরাং আল্লাহ পাকের রহমতের দরজা খোলা রয়েছে, আমাদের সকলকে মিলে তাঁর দরবারে তাওবা করা

www.dawateislami.net

উচিত এবং তাঁরই নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করা দরকার। মনে রাখবেন! আল্লাহ পাক দয়া ও অনুগ্রহকারী এবং তিনি ভিক্ষুককে তার প্রত্যাশার চেয়ে অধিক বেশি দান করেন।

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
راہ دِکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں

হাম তো মায়িল বা করম হ্যা কোয়ি সায়িল হী নেহী
রাহ দিখায়ে কিসে রাহ রাওয়ে মানযিল হী নেহী

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাঁর স্মরণ ও তাঁর যিকির করার তাওফিক দান করুক, আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়কে উদাসিনতার ময়লা ও মরিচা দূরীভূত করে তাঁর ও তাঁর প্রিয় মাহবুবে কারীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণ দ্বারা হৃদয়কে আয়না বানিয়ে দিক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

দোয়ায়ে আত্তারঃ ১
দরুদ শরীফের ফযিলত.....১
সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী ও এক পাখির ঘটনা ১
মাছ পালন করা ৩
বিড়ালের উপর জুলুম করার শাস্তি ৫
পাখিদেরকে কষ্ট দিবেন না ৫
পিঠে চাবুকের দাগ ৬
বিনা অকারণে কষ্ট দেওয়া জুলুম ৬
ছাগলের উপর জুলুম করার ধরন ৭
গাভীর উপর জুলুমের ধরন ৭
আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে উদাসীন মাছ.....৮
কাঁকড়ার শরয়ী বিধান.....৯
চিংড়ি খাওয়া কেমন?.....৯
জঙ্গলে আমি ছাড়া আর কেউ যিকিরকারী নেই.....১০
এই পোকাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে?.....১২
গল্প-গুজবের অনুষ্ঠান ও মিথ্যা ১৩
দুইজন জেলের গল্প.....১৪
গ্রাহক ছুটে যায় তো যাক.....১৪
ঈর্ষার যোগ্য কে? ১৫
দেখো! এই দিনটা তোমার অবহেলার কারণেই এসেছে.....১৬
চোখে আগুন ভরে দেওয়া হবে ১৭
কানে গলিত সীসা ১৭
নিজের নরম ও দুর্বল দেহের উপর দয়া করুন ১৭

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

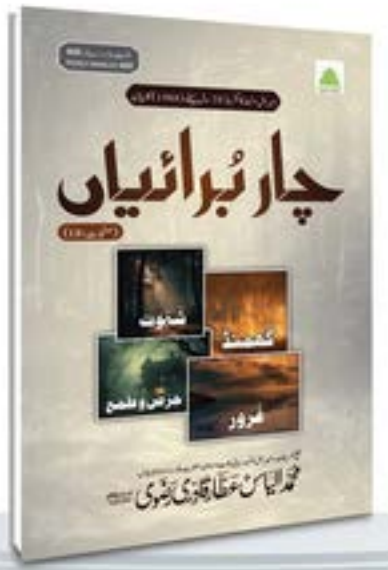

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net